রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ২৬, ১৯৮৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

বন্দর উন্নয়ন শাখা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৫শে মে, ১৯৮৬

নং এস, আর, ও, ১৬৫-এল/৮৬—ডক শ্রমিক (নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০'র ১৭ নম্বর) ২৩ ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা জারী করেনঃ

২। সংজ্ঞা—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ বিধিমালায়ঃ—

(ক) "বোর্ড" অর্থ চট্টগ্রাম ডক শ্রমিক পরিচালনা বোর্ড ;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান ;

(গ) "ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ;

(ঘ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য ;

(ঙ) "সচিব" অর্থ বোর্ডের সচিব।

৩। **সদস্যদের জন্য ভাতা**—ভাইস-চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য সকল সদস্যকে বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে ফি ও ভাতা দেওয়া হবে।

৪। **সভা আহবান পদ্ধতি**—(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক অন্য কোথাও নির্ধারিত না হলে বোর্ডের সভা সাধারণতঃ বোর্ডের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত সচিব সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করবেন।

মূল্য : ৩০ পয়সা

(৩) সচিব, চেয়ারম্যান অথবা তার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্য বিষয় ঠিক করবেন।

(৪) **সভার বিজ্ঞপ্তি**—সভার বিজ্ঞপ্তি, সভার দিনক্ষণ, তারিখ, স্থান ও এজেন্ডাসহ কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবেঃ

তবে চেয়ারম্যান কোন জরুরী ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের নোটিশেও সভা আহবান করতে পারবেন।

(৫) ভিন্ন মন্তব্য, ইত্যাদি—

(ক) কোন সদস্য সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তের ভিন্ন মত প্রকাশ করিলে তিনি তা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

(খ) প্রত্যেক প্রস্তাব ও সংশোধনী যথাযথভাবে উপস্থাপন ও লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং যখন ভোটে দেওয়া হবে তখন তা সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করার জন্য লিখিত থাকতে হবে।

(গ) সভার সভাপতি যুক্তিসংগত কারণে যে কোন প্রস্তাব অথবা সংশোধনী সংগতি-বিহীন বলে নাকচ করে দিতে পারেন এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৬) সভার কার্যবিবরণীঃ—

(ক) সভার কার্যবিবরণী সচিবের স্বাক্ষর ও সভার সভাপতির প্রত্যায়নে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) প্রত্যায়িত কার্যবিবরণীর লিপি সভা সমাপ্তি দিনের মধ্যে সকল সদস্যের মধ্যে বিলি করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় নিশ্চিতকরণের পর কার্যবিবরণী সরকারের নিকট পাঠাতে হবে।

(গ) বিবেচনার বিষয়সমূহ ও কর্মপত্রসহ সভার কার্যবিবরণীতে স্থায়ী দলিল হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং বছরের প্রতি ৩ মাস অন্তর পুস্তক আকারে ছাপাতে হবে।

৭। **সদস্য ছাড়া অন্যদের সভায় উপস্থিতি**—চেয়ারম্যান অথবা ভাইস-চেয়ারম্যান যে কোন ব্যক্তিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ও আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানাতে পারেন, তবে তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বি, এ, খান
উপ-সচিব।

খন্দকার ওবায়দুল মোত্তালেব ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ রবিউল হোসেন, ডেপুটি কন্ট্রোলার বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।